১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ যুকতরাষ্ট্রের ম্যানহাট্টান অ্যাটর্নি দ্বারা জারি করা বিবৃতির বিষয়ে এক প্রস্নের জবাবে সরকারি মুখপাত্রের বকতব্য

১৮ ডিসেম্বর যুকতরাষ্ট্রের ম্যানহাট্টান অ্যাটর্নি দ্বারা জারি করা বিবৃতি বিষয়ে এক প্রস্নের জবাবে সরকারি মুখপাত্র বলেন,

"১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ যুকতরাষ্ট্রের ম্যানহাট্টান অ্যাটর্নি দ্বারা জারি করা বিবৃতি আমাদের নজরে এসেছে।

আমাদের সকলের এই সহজ সত্য অনুধাবন করা উচিত যে,এই ঘটনায় একজনই ভুকতোভোগী। তিনি হলেন,যুকতরাষ্ট্রে দূতাবাসে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিবিদ-দেবযানী খোপড়েগাড়ে।

তাঁর বিরূদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা ভিয়েনা কনভেনশনের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইংরাজি ভাষায় সৌজন্যতার যে সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন কূটনীতিবিদের প্রতি যে আচরণ করা উচিত এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

আইনের চোখে ধনী ও দরিদ্র সমান বলে বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়েছে।এই ধরণের আপ্তবাক্য "কোনো ভ্রান্তি"সমাধানের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে না। আইনের বৈশিষ্ট্য এই নয় যে কেবলমাত্র ম্যানহাট্টানের অ্যাটর্নির দপ্তরই নিজের মতো উপভোগ করবেন।

আলোচিত বিবৃতিতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে,ভারতেও একটি আইনী পরকিয়া চলছে। তা সত্ত্বেও এটা প্রস্নযোগ্য কেন স্রীমতি রিচার্ডস পরিবারকে আচমকা স্থানান্তর করা হলো এবং রহস্যজনকভাবে তাদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।এই সব অসামান্য স্বীকৃতিগুলির গুরূত্ব সহকারে তাৎপর্য অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় আইনী ব্যবস্থা,আইন রূপায়ণকারী সংস্থা এবং অন্য দেশের নাগরিক সম্পর্কে এক বিদেশি দেশের আইন কর্তাদের স্বতপ্রণোদিত দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া বিষয়ে যেসব মন্তব্য অন্তনির্হিত রয়েছে। এটা প্রস্ন করার প্রয়োজন ,এক বিদেশি সরকারের এমন কি প্রয়োজন হলো যে যার বিরূদ্ধে

ভারতের আদালতে মামলা বিচারাধীন তাকে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হলো। মামলা বিচারাধীন থাকার সময় ভুকতোভোগী এবং তার পরিবার ও সাক্ষীদের নিরাপদ ও নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র স্থানান্তর করার প্রয়োজনীয়তার কথা ম্যানহাট্টানের অ্যাটর্নি দপ্তর জারি করা বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত।

এটাই গুরূত্বপূর্ণ যে যখন ভারতে একটা বিচারপরকিয়া আগে থেকেই চলছে,তখন ম্যানহাট্টানের অ্যাটর্নি দপ্তর বাধ্য, প্রথমে সেই পরকিয়াকে স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হতে দেওয়ার।যখন অন্য এক বন্ধু ও গণতান্ত্রিক দেশে আইনী পরকিয়া চলছে,তখন এমন ভাবে সেই দেশের প্রকিয়ায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে যাতে আভ্যন্তরীণ পরকিয়ায শুধু হস্তক্ষেপ বলেই মনে হয় না,একই সংগে সেটা বিদেশি দেশের আইনী ব্যবস্থা সম্পর্কেই গুরূতর প্রস্ন তুলে দেয়।

যে ঘটনা প্রথমে ঘটাই উচিত ছিল না,সেই ঘটনা ঘটানোর পরে তার যৌকতিকতা দেখানোর জন্য এই বিবৃতি বলে আমাদের সুচিন্তিত মত।”

নয়াদিল্লি

১৯ ডিসেম্বর ২০১৩